শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রতিবাদ বদরুন্নেসা কলেজের শিক্ষার্থীদের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

প্রকাশ: ১৯ এপ্রিল ২০২৬ | ২৩:০২

- অ +

রাজধানীর বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি করে এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। রোববার কলেজের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শিক্ষার্থীরা এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা বলেন, সাত কলেজের কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রছাত্রী দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্মান ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক নষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। শিক্ষকদের সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে বিরোধ তৈরি

করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত করা এবং ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করাই ওই গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য।

লিখিত বক্তব্যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আরো বলেন, শিক্ষকরা কি এখন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করার অধিকারও হারাবেন? শিক্ষকদের দেওয়া উপদেশকে কেন ভয় হিসেবে দেখা হবে?

তারা আরো বলেন, আমরা উদ্বেগের সাথে দেখছি, একটি বিশেষ গোষ্ঠী দেশে আবারও 'মব কালচার' বা গণপিটুনির মতো উগ্র সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, যা শিক্ষকতা পেশাকে অপরাধের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

শিক্ষার্থীরা জানান, কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বর্তমানে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া অডিও ক্লিপটি খণ্ডিত বলে দাবি করে তারা বলেন, পুরো অডিওটি শোনা হলে প্রকৃত ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যাবে। একটি সাধারণ শৃঙ্খলাজনিত বিষয়কে ইচ্ছাকৃতভাবে বড় করে তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও শিক্ষকের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

তারা আরও বলেন, মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বহিষ্কারের মতো দাবি অযৌক্তিক ও অবাস্তব। এ ধরনের চাপ সৃষ্টি করে একজন ব্যক্তি ও তার পরিবারকে মানসিকভাবে কষ্ট দেওয়া অমানবিক। ভয় দেখিয়ে সবাইকে জিম্মি করার এই প্রবণতা ভবিষ্যতে অন্যায্য দাবি আদায়ের কৌশল বলেও অভিযোগ করেন তারা।

একই সঙ্গে তাদের দাবি, একটি স্বার্থান্বেষী মহল অতীতেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, নারী শিক্ষার্থীদের হয়রানি, বডি শেমিং, সাইবার বুলিং এবং তথাকথিত 'মিডিয়া ট্রায়াল'-এর মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যাচাই-বাছাই ছাড়া বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো বন্ধ করার আহ্বান জানান শিক্ষার্থীরা।

তারা দ্রুত একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়ে বলেন, যথাযথ তদন্ত ও সত্যতা যাচাই ছাড়া কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। পাশাপাশি যারা এই অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান তারা।